দৈনিক ইনকিলাব
তারিখ ..0 8 JUN 2008 ..
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩....

এনজিও এবং বিদেশী প্রেসক্রিপশনের শিক্ষাব্যবস্থা কাঙ্ক্ষিত নয়

জামালউদ্দিন বারী

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট উত্তরণে দেশের মানুষ যখন সরকারের একটি কঠিন দুর্নীতিবিরোধী অভিযান ...ও প্রত্যাশিত সুফল পেতে ব্যর্থ হচ্ছে তখন দেশের ...ান পরিস্থিতির পেছনের কার্যকারণ সম্পর্কে নতুনভাবে ...য়ন করতে শুরু করেছে। একজন অতি সাধারণ স্বল্প ...ত লোকও তার প্রাথমিক শিক্ষা থেকেই বলে দিতে ...ন 'শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড'। কিন্তু জাতির মেরুদণ্ডকে ... হতে দিতে ঔপনিবেশিক ভেদবুদ্ধির গ্যাড়াকল থেকে ... হতে না পারাই জাতির আজকের দুর্দশার মূল কারণ। ...। ঔপনিবেশিক শাসন শেষ হওয়ার পর বিগত একষট্টি ...র আমরা অনেক রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং একটি যুদ্ধে লক্ষপ্রাণের মূল্য দিয়ে অদ্বিতীয় ইতিহাস সৃষ্টি ...ত সক্ষম হলেও নতুন জাতির স্বাধীনভাবে প্রয়োজনীয় ...ত্ব প্রতিষ্ঠার উপযোগী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে ...পুরি ব্যর্থ হয়েছি। বাংলাদেশের মত দরিদ্র সাবেক ...নবেশিক দেশগুলোর অনেক সম্ভাবনা সত্ত্বেও ...নতিকভাবে স্বাধীন হতে না পারার মূল কারণ ...াব্যবস্থাকে নিজেদের প্রয়োজনমাফিক পুনর্গঠনে ...তা। বিদেশী দাতাগোষ্ঠী বছরের পর বছর ধরে ...দের তথাকথিত উন্নয়ন বাজেটে ঋণ-সহায়তা দিয়ে ...ও তা থেকে কোন বাস্তব উন্নয়ন আমরা পাইনি। কিন্তু ...র সাড়ে চৌদ্দ কোটি মানুষের প্রত্যেকের ঘাড়ে এখন ...শত ডলার ঋণের বোঝা। এসব বৈদেশিক ঋণের সুদ ...ত না হলে আমাদের উন্নয়নের লক্ষমাত্রা আরো ফলপ্রসূ ... পারতো। উন্নয়ন সহযোগীরা কোটি কোটি ডলার ...য্য দিয়ে তা বাস্তবায়নের যে গাইড লাইন বেঁধে দেয় ... সম্ভবত আমাদের আত্মনির্ভরতা অর্জনের প্রধান ...বন্ধক। তারা কখনো আমাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য ও ...ব মূল্যবোধকেন্দ্রিক আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের ...জনে অর্থনৈতিক সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসেনি। ...র মানুষের দারিদ্র্য দূরীকরণ ও জীবনমান উন্নয়নের ... ন্যূনতম শিক্ষার একটি নিবিড় সম্পর্ক থাকে। জাতির ...না এবং জাতিসত্তার ভিত্তিভূমিকে উর্বর ও মজবুত ...ত শিক্ষাব্যবস্থা যে মৌলিক ভূমিকা রাখতে পারে তাকে ...কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক মানদণ্ডে বিচার করার প্রবণতা ...াব্যবস্থাকে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা এবং দারিদ্র্য ...চনের নামে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের স্তরে নামিয়ে দিচ্ছে। ...নতার ৩৭ বছর পরও দেশে একটি জাতীয় শিক্ষানীতি ...না হলেও এখন দেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে ...ারের এড-হকভিত্তিক পরিকল্পনার কথা শোনা যাচ্ছে। ...র বড় এনজিওগুলো বিদেশী পয়সায় দেশের দারিদ্র্য ...চনে কতটা ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পেরেছে তা ... যথেষ্ট বিতর্ক থাকলেও বর্তমানে তারা দেশের শিক্ষা ...াও নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। দেশের ৩০ উপজেলার ...ধিক ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা তদারকির ...ায়িত্ব বেসরকারী সংস্থা ব্র্যাকের হাতে ছেড়ে দেয়ার যে ...

বিভিন্ন স্তরের মানুষ তাদের উদ্বেগ ও প্রতিবাদ প্রকাশ করছে। দেশের শিক্ষক শ্রেণী তাদের মধ্যকার সাংগঠনিক বিভেদ ভুলে গিয়ে ব্র্যাকের হাতে প্রাথমিক শিক্ষা তদারকির ভার ছেড়ে দেয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং তা অব্যাহত গতিতে আরো জোরদার হচ্ছে। জরুরী অবস্থা সত্ত্বেও বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনও প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। দেশের মিল-কারখানার মত শিক্ষাব্যবস্থাকেও বেসরকারীকরণের সরকারী উদ্যোগ কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়। শিক্ষাব্যবস্থায় বরাদ্দ বাজেট এখনো প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল হলেও তা যে কোন খাতের চেয়ে বড়। বেসরকারীকরণের মাধ্যমে শিক্ষা বাজেটের হাজার হাজার কোটি টাকার লুটপাট হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে মূলধারার প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ব্র্যাকের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা তদারকির দায়িত্ব অর্পণের সরকারী সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এই কার্যক্রম প্রতিহত করারও ঘোষণা দেয়। গত ২৭ মে প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষকদের ৫-৬টি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এক যৌথ সংবাদ সম্মেলনে প্রাথমিক শিক্ষাকে বেসরকারীকরণের নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায়। তাদের মতে ব্র্যাক যেখানে তাদের নিজস্ব স্কুলগুলোই ঠিকমত চালাতে ব্যর্থ হচ্ছে, সেখানে তারা হাজার হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে সেখানে তাদের পরিকল্পিত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমকে প্রভাবিত করার সুযোগ নিতে চায়। গ্রামীণ ব্যাংক, ব্র্যাক, প্রশিকা ও আশার মত বড় বড় এনজিও'র ক্ষুদ্রঋণ গ্রহণকারীদের মধ্যে শতকরা ৯৬ ভাগ লোকই দারিদ্র্য বিমোচনের বদলে কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থতার কারণে দুর্ভোগে পতিত হয়। বিদেশী অনুদানে এনজিওগুলো যেসব স্কুল পরিচালনা করছে তার বেশীরভাগই নন-ফর্মাল এবং সুবিধাবঞ্চিত শ্রেণীর জন্য পরিচালিত। প্রচলিত প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থাকে ব্র্যাকের নজরদারিতে তুলে দেয়ার কোন যুক্তি নেই। আগেও উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের উন্নয়ন অগ্রগতিতে এনজিওদের অবদান সম্পর্কে অনেক বিতর্ক রয়েছে। তথাপি বিশ্বব্যাংকসহ দাতা দেশগুলোর কেউ কেউ দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারকে সহযোগিতা করার বদলে সুদী ব্যবসায় নিয়োজিত এনজিওদের প্রতিই বেশী আস্থাশীল। আর এনজিওগুলো ডোনারদের খুশি রাখতে তাদের ঋণ ও সেবা গ্রহীতাদের মধ্যে একটি ধর্মনিরপেক্ষ ...

খাদ্য সংকটের সুযোগে আমাদের কৃষিব্যবস্থাকে বিদেশী হাইব্রীড বীজের ওপর নির্ভরশীল করে তুলতে চায়। ব্র্যাকসহ কিছু এনজিও তাদের স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবে বাংলাদেশে কাজ করছে। বাংলাদেশের কৃষিব্যবস্থাকে বাংলাদেশ সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে নিয়ে যেতে কৃষিতে সরকারী বিনিয়োগ বন্ধ করতে বিদেশী প্রেসক্রিপশন অনুসারে ইতোমধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কৃষি উন্নয়ন প্রকল্পে বিশ্বব্যাংক বিনিয়োগ করছে। আর এখন শিক্ষাকেও বেসরকারীকরণের প্রাথমিক উদ্যোগ হিসেবে ব্র্যাকের হাতে ৩০টি উপজেলার ৩ হাজারের বেশী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা তদারকির দায়িত্ব হস্তান্তর করা হচ্ছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী বিষয়টিকে একটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এতে শিক্ষাব্যবস্থা পুনর্গঠনে সরকারের ব্যর্থতারই প্রতিফলন ঘটে। শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠন ও মানোন্নয়ন করতে যাদেরকে এনজিও'র দ্বারস্থ হতে হয় তারা কি এনজিও পরিচালিত শিক্ষার মান নিরূপণ করতে সক্ষম হবে? প্রাথমিক শিক্ষা একটি জাতির পুরো শিক্ষাব্যবস্থার সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি। এই শিক্ষাব্যবস্থাকে বিদেশী অর্থায়নের ওপর নির্ভরশীল এনজিও'র হাতে ছেড়ে দেয়া একটি অবিবেচনাপ্রসূত সিদ্ধান্ত নয়কি?

বাংলাদেশের এনজিওগুলো দারিদ্র্য বিমোচনের নামে গলাকাটা সুদে ব্যবসা করে পরোক্ষভাবে দারিদ্র্যকে স্থায়ীকরণে কাজ করলেও এদেশের এনজিও নেতারা ইউরোপ, আমেরিকায় বিশেষ আতিথেয়তা এবং অনেক মূল্যবান অ্যাওয়ার্ড লাভ করে চলেছেন। একই সাথে বাংলাদেশের এনজিওগুলো এখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলেরও স্বপ্ন দেখছে বলে অনেকে মনে করছেন। গত বছর প্রকাশিত 'টিআইবি' রিপোর্ট থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে এনজিওগুলোর প্রয়োজনীয় জবাবদিহিতা না থাকায় এনজিওগুলো এখন প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতিতে জড়িত হয়ে পড়েছে। ব্র্যাকের কর্মকাণ্ড এখন বাংলাদেশ ছাড়াও এশিয়া ও আফ্রিকার আরো কয়েকটি দেশে সম্প্রসারিত হয়েছে। বিশেষত, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির যুদ্ধ ও জিওস্ট্র্যাটেজিক পরিকল্পনার শিকার আফগানিস্তান, শ্রীলঙ্কা, তানজানিয়া, উগান্ডা ও দক্ষিণ সুদানের মত দরিদ্র দেশগুলোতে ব্র্যাক তাদের কার্যক্রম চালাচ্ছে। একজন ব্র্যাক কর্মীকে গত বছর ...

প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭৪ সালে কুড়িগ্রাম জেলার রৌমারী থেকে ব্র্যাকের ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প শুরু হয়। গত ৩৬ বছরে বাংলাদেশের প্রায় সকল জেলায় ব্র্যাকের কর্মকাণ্ড ছড়িয়ে পড়লেও প্রথম শুরু হওয়া সেই উত্তরাঞ্চল এখনো মঙ্গাপ্রবণ, দারিদ্র্যকবলিতই রয়ে গেছে। এ সময়ে বাংলাদেশের শিক্ষার মান নিম্নগামী এবং গ্রামীণ দারিদ্র্যের হার বাড়লেও দারিদ্র্য বিমোচনের কথা বলে কয়েকটি এনজিও হাজার হাজার কোটি টাকার আমানত ও দেশী, বিদেশী মূলধন সংগ্রহ করে একেকটি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে। যুক্তরাজ্য, নরওয়ে, সুইডেন ও কানাডার কিছু সাহায্য সংস্থার মাধ্যমে অর্থপুষ্ট হয়ে ক্ষুদ্রঋণের পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও গণশিক্ষায় ব্র্যাক অনেক লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করলেও এসব প্রকল্প বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবায় খুব বেশী অবদান রেখেছে তা বোধ হয় বলা যায় না। কিন্তু তাদের এগ্রোবিজনেস, আরংসহ বিভিন্ন বাণিজ্যিক এন্টারপ্রাইজের মাধ্যমে বছরে কোটি কোটি টাকা মুনাফা করছে। বিগত সরকারগুলোর সময় এডিবি, বিশ্বব্যাংকসহ অনেক দাতাদেশের হাজার হাজার কোটি টাকা অর্থায়নে গৃহীত বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রকল্পগুলো অনেকটা ব্যর্থ হয়েছে। পিইডিপি-২ নামের প্রায় ১২ হাজার কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন প্রকল্পটি ২০০৪ থেকে ২০০৯ সালের মধ্যে তাদের লক্ষ্য নির্ধারণ করলেও বাস্তবতা হচ্ছে আমাদের প্রাথমিক শিক্ষায় কোন ইতিবাচক পরিবর্তন এখনো লক্ষণীয় হয়ে ওঠেনি। পিইডিপি'র ফলাফল মূল্যায়ন করতে গিয়ে দেশের একজন বিশিষ্ট গবেষক বলেছেন, বিদেশী অর্থ ও পরামর্শ-নির্ভরশীলতার কারণে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় জাতীয় দর্শনের অভাব রয়েছে, শিক্ষা চেতনা ও পরিকল্পনায় দেশীয় দৃষ্টিভঙ্গির কোন ছাপ নেই। বিদেশী অর্থায়নে ও পরামর্শে পরিচালিত কোন এনজিও দেশীয় দর্শন ও স্থানীয় বাস্তবতায় প্রাথমিক শিক্ষা-পরিচালনায় ব্যর্থ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হলেও ব্র্যাকের কর্মকাণ্ড এখন আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বিস্তৃত। তাদের এই বিস্তৃতির পেছনে ক্ষুদ্রঋণ ব্যবসায়ের মাধ্যমে মুনাফা বৃদ্ধি, না বিশ্বব্যাংক ও পশ্চিমের জিওপলিটিক্যাল স্ট্র্যাটেজিক স্বার্থ বেশী জড়িত তা স্পষ্ট করে বলা আপাতত সম্ভব নয়। তবে আমাদের শিশুদের উপযুক্ত শিক্ষা ও দেশীয় বাস্তবতার আলোকে শিক্ষায় নতুন নীতি ও কৌশল বাস্তবায়নে সরকারকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে হবে, স্থানীয় প্রজ্ঞা ও মেধাকে কাজে লাগাতে হবে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকায়নের সাথে জাতীয় উন্নয়ন-অগ্রগতি বহুলাংশে নির্ভরশীল। বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগীরা এই কর্মকাণ্ডে শর্তহীনভাবে বিনিয়োগ করলে তা হবে আমাদের জন্য ইতিবাচক বিষয়। বিদেশী প্রেসক্রিপশনে অথবা যে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে এড-হক ভিত্তিতে ব্র্যাক বা অন্য কোন এনজিও'র হাতে বাংলাদেশের কোন অংশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা তদারকির ভার তুলে দেয়ার ...